মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটায় হামলায় অভিযুক্ত বিজেপি

খারিজা বেলাডাঙ্গা গ্রামে ভস্মীভূত মোটরবাইক। ছবি ঃ শুভঙ্কর সাহা

মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা, ১৫ এপ্রিল ঃ কোচবিহারে রাজনৈতিক জমি দখল করতে বিজেপির বিরুদ্ধে এবার হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল। এই হামলার ঘটনা ঘটেছে দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা মহকুমায়। শনিবার মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নবগঞ্জ বাজার লাগোয়া দাসপাড়া এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা বাবলু সরকার আক্রান্ত হন। তাঁর দুটি আঙুল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই হামলা চালিয়েছে। গুরুতর জখম ওই নেতাকে শনিবার রাতেই প্রথমে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ও পরে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ৭২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত না হলে কিছু বলা সম্ভব নয়। তৃণমূল যুব নেতা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা চাউর হতেই বিজেপি নেতা–কর্মী–সমর্থকদের বাড়ি ও দোকানে হামলা শুরু হয় বলে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও পুলিশের সামনেই হামলা চলেছে বলে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকার বিজেপি নেতা–কর্মী ও প্রার্থীরা এলাকাছাড়া। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে এলাকায় দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বচসার জেরেই বাবলু সরকার আক্রান্ত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রে একসময় সিপিএমের শক্তঘাঁটি ফুলবাড়িতে রাজ্যে পালাবদলের পর শাসকদলের সংগঠন বাড়লেও শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল এবং সিপিএমের সমর্থকদের একাংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় এখানে বিজেপির সংগঠন অনেকটাই শক্তিশালী।

বিজেপির পক্ষ থেকে মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক সুশীল বর্মন অভিযোগ করেন, শনিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই বাবলু সরকারের উপর হামলা হয়েছে। অথচ তার দায় বিজেপির উপর চাপিয়ে শাসকদল বিজেপির প্রার্থী, দলীয় নেতা–কর্মীদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ চালাচ্ছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও তাদের ভূমিকা কার্যত নীরব দর্শকের।

সুশীলবাবু অভিযোগ করেন, তাঁদের সমর্থকদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে লুঠপাট চালিয়ে ফুলবাড়িতে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করছে শাসকদল।

তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতার ওপর আক্রমণের ঘটনায় শনিবার রাতেই ফুলবাড়ি থেকে ১৪ জনকে আটক করে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর দুই বিজেপি সমর্থককে গ্রেপ্তার করে বাকিদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৬ জনের বিরুদ্ধে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই তালিকায় এই দুজনের নাম রয়েছে। ধৃতদের রবিবার মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হলে বিচারক প্রেমকুমার চতুর্বেদী ধৃতদের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে ১১ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, তৃণমূল কর্মী–সমর্থকদের বাড়িতে হামলার অভিযোগকে ঘিরে শনিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভেটাগুড়ির খারিজা বালাডাঙ্গা গ্রাম। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও বিজেপির পালটা অভিযোগ, তৃণমূল যুবর সঙ্গে তৃণমূলের গণ্ডগোলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এরসঙ্গে বিজেপির কোনো সম্পর্ক নেই। হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে বক্সিরহাট থেকেও। বক্সিরহাটের শালবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলপাড়ায় শ্যামল দে নামে এক বিজেপি কর্মী তৃণমূল কর্মী–সমর্থকদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

শনিবার রাতে ভেটাগুড়ির খারিজা বেলাডাঙ্গা গ্রামে তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে বাড়ির ভাঙচুরের পাশাপাশি মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা তাড়া করলে দুষ্কৃতীরা মোটরবাইক ছেড়ে পালায়। পালানোর সময় গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। এরপর তৃণমূল কর্মীরা তাদের দুটি মোটরবাইকে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে দিনহাটা পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। খারিজা বালাডাঙ্গা গ্রামের তৃণমূলের বুথ সভাপতি অনন্ত রায় বলেন, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

ধারে মাংস না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে ছুরি

পুণ্ডিবাড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখের দিন ধারে মাংস দিতে রাজি না হওয়ায় এক ব্যবসায়ীর বুকে ছুরি মারার অভিযোগ উঠল। রবিবার পুণ্ডিবাড়ির বাণেশ্বর বাজারে ঘটনাটি ঘটেছে। আহত মাংস ব্যবসায়ীর নাম কার্তিক দে। তাঁকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবকের নাম বুদ্ধদেব দাস। নববর্ষের দিনে এ ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হলে সোমবার থেকে লাগাতার ব্যবসা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে বাণেশ্বর ব্যবসায়ী সমিতি। পুণ্ডিবাড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এ ঘটনায় এখনও কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে পুলিশের তরফে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কোচবিহার–২ ব্লকের বাণেশ্বর বাজারে শতাধিক দোকান রয়েছে। রবিবার বাজার লাগোয়া মাংসহাটিতে মাংস বিক্রি করছিলেন কার্তিকবাবু। তাঁর অভিযোগ, সেসময় অভিযুক্ত বুদ্ধদেব দাস তাঁর কাছ থেকে মাংস কিনতে আসে। মাংস নেওয়ার পর সে পরে টাকা দেবে বলে জানায়। কার্তিকবাবু বাকিতে মাংস দিতে অস্বীকার করলে অভিযুক্ত যুবক কার্তিকবাবুর বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। দোকান থেকে নীচে পড়ে যান কার্তিকবাবু। এরপরই ওই যুবক পালিয়ে যায়। আহত কার্তিকবাবুকে এমজেএন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

সূত্রের খবর, বাজারে কিছু যুবক বিভিন্ন দোকান থেকে বাকিতে মালপত্র নেয়। ফলের দোকানে গিয়ে ফল খেয়ে নেয়। কিন্তু পয়সা দিতে চায় না। মুখে কিছু না বললেও এদের তাণ্ডবে আতঙ্কিত বাণেশ্বর বাজারের ব্যবসায়ীরা। বাণেশ্বর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্যামলকান্তি ঘোষ বলেন, 'বাজারে কিছু দুষ্কৃতী অশান্তি ছড়াচ্ছে। দিনেরবেলায় এক ব্যবসায়ীকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল এক দুষ্কৃতী। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও বাজারের ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা না নিলে সোমবার থেকে ব্যবসায়ীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্‌ধ পালন করবেন। অভিযুক্ত দুষ্কৃতী বুদ্ধদেব দাসের বিরুদ্ধে পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে।' কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক চাঁদমোহন সাহা বলেন, 'ব্যবসায়ীদের উপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা প্রয়োজনে এ নিয়ে তীব্র আন্দোলনে নামব।'

বিমলপন্থী যুব মোর্চা নেতা গ্রেফতার

দার্জিলিং, ১৫ এপ্রিল ঃ শনিবার রাতে দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের গিং এলাকা থেকে পুলিশ বিমল গুরুংপন্থী যুব মোর্চার এক নেতাকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার করেছে। ধৃত ওই মোর্চা নেতার নাম উইলসন সুব্বা। দার্জিলিং থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর পাহাড়ে আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, পুলিশকে আক্রমণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত কাইজালের বাসিন্দা এই যুব নেতা। শনিবার দার্জিলিং পুলিশের স্পেশাল অপারেশন টিম গিংয়ে অভিযান চালিয়ে উইলসনকে গ্রেফতার করে। তার কাছে থাকা ১২ ঘরা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিমল গুরুংয়ের পরামর্শমতোই দলের একটি গোষ্ঠী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পাহাড়ে অস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই গোষ্ঠীরই অন্যতম মাথা উইলসন।

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিতে গুটিয়ে গেলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক চিঠিতে গুটিয়ে গেলেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী উলেমায়ে হিন্দের নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি। রবিবার বাংলা নববর্ষের প্রথমদিন জমিয়তের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসেছিল। ওই বৈঠকের পরই সিদ্দিকুল্লা জানিয়ে দেন, তাঁরা মনে করেন, এই মুহূর্তে রাজ্যের স্বার্থে তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারের ক্ষমতায় থাকা প্রয়োজন। তাই যতই ক্ষোভ থাকুক না কেন, তৃণমূলের মধ্যে থেকে তাঁরা তা মিটিয়ে নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে যে চিঠি দিয়েছেন, সেই অনুসারে তাঁরা কাজ করবেন বলে বৈঠকে জানিয়ে দেন সিদ্দিকুল্লা।

রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ও মঙ্গলকোটের ৩৪টি আসন চেয়েছিলেন সিদ্দিকুল্লা। কিন্তু মনোনয়ন দাখিলের সময় সিদ্দিকুল্লার প্রার্থীদের বাধা দেয় স্থানীয় তৃণমূল নেতা–কর্মীরা। ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রন্থাগারমন্ত্রী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বকসিকে চিঠি দিয়ে নিজের ক্ষোভের কথা জানান। তৃণমূল নেতৃত্ব সিদ্দিকুল্লার অভিযোগকে পাত্তা না দেওয়ায় তিনি সরকারি গাড়ি এবং নিরাপত্তারক্ষীদের ছেড়ে দেন। গত শুক্রবার মন্ত্রীসভার বৈঠকেও গরহাজির থাকেন তিনি। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্দিকুল্লাকে ফোন করেন এবং তাঁকে চিঠি পাঠিয়ে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন। জমিয়ত সূত্রে খবর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দেন সিদ্দিকুল্লা। আগামীকাল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। তাঁদের প্রতি যে অবিচার হয়েছে তার প্রতিবাদও জানাবেন তিনি।

টোটো ভাষার প্রথম পত্রিকা প্রকাশ বুধবার

মাদারিহাট, ১৫ এপ্রিল ঃ টোটো ভাষায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশ হতে চলেছে আগামী ১৮ এপ্রিল। পত্রিকার প্রকাশক তথা সম্পাদক সত্যজিৎ টোটো জানিয়েছেন, তাঁর মাসিক পত্রিকার লিপি হবে টোটো এবং হরফ হবে বাংলা। পত্রিকার নাম টোটো ভাষায় দেওয়া হয়েছে 'টোটোটিকো লইকো দেরিং'। যার বাংলা অনুবাদ হল 'টোটোদের গ্রামের সংবাদ।'

সত্যজিৎ টোটো জানান, যাদবপুরে তিনি এই পত্রিকা ছাপিয়েছেন। আগামী ১৮ এপ্রিল টোটোপাড়াতেই পত্রিকা প্রকাশের দিন ঠিক করেছেন। ছয় পাতার এই পত্রিকার প্রথম সংস্করণে তাঁর লেখাই বেশি থাকছে। সত্যজিৎ জানান, টোটো জনজাতি বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম আদিম জনজাতি। বর্তমান প্রজন্ম জানে না টোটোদের ইতিহাস। হারিয়ে যেতে বসেছে টোটোদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি। টোটোরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতনতা হারিয়ে ফেলতে বসেছে। নানারকম অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। বহুদিন ধরেই তিনি ভাবছিলেন কীভাবে টোটোদের ভুলত্রুটিগুলি ধরিয়ে দেওয়া যায়। কীভাবে নিজেদের আরও সচেতন করা যায়। নিজেদের দাবি আদায়ের পথ খুঁজে বের করতে হলে সংবাদপত্র যে একমাত্র মাধ্যম সেটা তাঁর মাথায় আসে। তাই সময় নষ্ট না করে ধারদেনা করে কাজ শুরু করেন।

সত্যজিৎবাবু জানান, পত্রিকার প্রথম সংস্করণে তিনি তুলে ধরেছেন টোটোদের সামাজিকতা। তুলে ধরেছেন বাড়ির বৃদ্ধদের কীভাবে ছোটোরা সম্মান করবে। রয়েছে টোটো ভাষার কিছু বিষয়। তিনি জানান, প্রতিটি টোটো পরিবারের ঘরে ঘরে এই পত্রিকা পৌঁছে দেবেন। পত্রিকা পড়ার আগ্রহ বাড়লেই আসবে সচেতনতা। আর সফল হবে সমাজের কুসংস্কার দূর করার বিষয়গুলি।

সত্যজিৎবাবু জানান, নিজভূমে তাঁরা পরবাসী হয়ে রয়েছেন। জমি সমস্যার সমাধান আজও হল না। ধীরে ধীরে সমস্ত সমস্যা তিনি পত্রিকায় তুলে ধরবেন। আর তাতেই টোটোদের মধ্যে নিজেদের অধিকার আদায়ের পথ দেখানো সম্ভব হবে।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডঃ দিলীপ রায় বলেন, 'সত্যজিৎ টোটো যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যাবে না। সংবাদপত্রই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে সমাজে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা যায়।

বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ রাত্রি নন্দী বলেন, 'অভিনব উদ্যোগ। সংবাদপত্রই পারে টোটোদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে। আর টোটোদের নিয়ে গবেষণা করতে এই পত্রিকা বড়ো কাজে দেবে পড়ুয়াদের। সত্যজিৎবাবুকে অভিনন্দন জানান তিনি।

মাঝরাতে কড়া নিরাপত্তায় কালীঘাট মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ বর্ষবরণের উৎসবে মাতলেন রাজ্যবাসী। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের অন্য মন্ত্রীরা সকলকে বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। শনিবার মধ্যরাত থেকেই কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর সহ বিভিন্ন মন্দিরে নামে মানুষের ঢল। এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বর্ণাঢ্য মিছিল কলকাতাকে মাতিয়ে তোলে। ধুম পড়ে যায় গঙ্গাস্নানেও। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আবার অভিনব কায়দায় পথচারীদের সবুজ রসগোল্লা খাইয়ে হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে পালন করা হয় বর্ষবরণ উৎসব। শনিবার মধ্যরাতে কড়া নিরাপত্তায় নিজের বাসভবন থেকে বেরিয়ে সোজা কালীঘাটের মন্দিরে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা ও নতুন বছর সুখে ও আনন্দে কাটার প্রার্থনা জানান মা কালীর কাছে। অপরদিকে, এদিন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী রাজ্য ও দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে দেশ ও রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিধাননগরে কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষদের নিয়ে লাবণি থেকে বের হয় একটি শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় স্থান পায় শঙ্খনাদ, রণপা, ধামসা, মাদল, আদিবাসী নৃত্য। শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। দক্ষিণ হাওড়ার নতুন পল্লিতে ধামসা, মাদল, রবীন্দ্র নৃত্য সহযোগে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে একটি শোভাযাত্রা। তাতে অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের কচিকাঁচারা। লিলুয়ার রবীন্দ্রপল্লির পুরপিতা দেবকিশোর পাঠক পথচারীদের মিষ্টি ও ফুল বিতরণ করেন।

বর্ষবরণ উৎসবে বাদ যাননি শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও। তাঁরা উত্তর কলকাতার কবি কাজি নজরুলের বাড়ি থেকে টালায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পর্যন্ত এক শোভাযাত্রা বের করেন। বিজেপির পক্ষ থেকে এদিন কলকাতা জাদুঘরের প্রেক্ষাগৃহে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়।

কথা রাখেননি

প্রথম পাতার পর

বিকল্প রাস্তা না থাকায় হাটের সময় মারাত্মক যানজট তৈরি হয়। ফলে ব্যস্ত সময়ে ছাত্রছাত্রী থেকে অফিসযাত্রী বা সাধারণ মানুষ সকলকেই ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়।

হাটে পণ্য নিয়ে আসা নিজবাড়ি এলাকার কৃষক মিন্টু রায় বলেন, 'সংসার চালাতে রাস্তায় পণ্য নিয়ে বসতে বাধ্য হয়েছি। ঝড়–বৃষ্টি, রোদে আমরাও প্রচণ্ড কষ্ট করি ফসল বিক্রির জন্য। শখ করে রাস্তায় বসিনি। আমরা তো নেতা, মন্ত্রীদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি বিকল্প ব্যবস্থার জন্য। তাঁরা তো পাত্তাই দেন না।' কোদালিপাড়ার কৃষক রঘুনাথ সরকার বলেন, 'কয়েকশো কৃষক, ক্রেতা প্রতিদিন হাটে আসেন। এতটুকু জল খাওয়া বা শৌচকর্ম করার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে আমরা পণ্য বিক্রি করি। পাশেই তিস্তা সেচ প্রকল্পের বিশাল জমি পড়ে আছে। কোনো কাজে লাগে না। সেই জমিতে হাটের ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি।' ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী শীরেন শীল বলেন, 'রাস্তায় হাট বসায় খুবই সমস্যা হচ্ছে। তবে প্রতিদিন চোখের সামনে দেখছি কীভাবে কৃষকরা কষ্ট করছে। ভোটের আগে নেতাদের দেখেছি বড়ো বড়ো ভাষণ দিতে। সব দলের নেতারাই হাটের জমির ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখন আর কারও দেখা পাওয়া যায় না।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার বলেন, 'সত্যিই লিউসিপাকুড়ির হাট নিয়ে কৃষকরা বড়ো সমস্যায় পড়েছেন। আমরা বারবার তিস্তা সেচ প্রকল্পের জমিতে হাটের পরিকাঠামো তৈরির প্রস্তাব দিয়েছি। তবে সেই জমি পাওয়া যায়নি। ওই এলাকায় হাট বসানোর মতো জমিও পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। জমি পেলেই কৃষকদের জন্য হাটের পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া হবে।'

কোচবিহারে তিন হাজারি ইলিশ

শিবশংকর সূত্রধর ● কোচবিহার

ভবানীগঞ্জ বাজারে নজরকাড়া ইলিশ। –সংবাদচিত্র

১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা বছরের প্রথম দিন নাকি বাঙালির ইলিশ–ভাত খাওয়ার রীতি রয়েছে। এই সময় ইলিশ খাওয়ার অর্থই হল ইলিশের বংশ ধ্বংস করার নিশ্চিত বার্তা। এই সময়টায় ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ। তবু কিছু মানুষের জন্য পয়লা বৈশাখে ইলিশ খাওয়ার রীতি চালু হয়েছে। আর অসময়ের এই ইলিশ কিনতে পকেট থেকে বড়ো অঙ্কের টাকা খসাতে হয়েছে। ভবানীগঞ্জ বাজারে রবিবার কেজি দেড়েকের ইলিশ কিনতে হয়েছে তিন হাজার টাকায়। অর্থাৎ দু–হাজার টাকা কেজি।

একে পয়লা বৈশাখ। তার উপর রবিবার। জমিয়ে আয়েশ করার মতো সব উপাদানই মজুত ছিল দিনটাতে। আগেভাগেই পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছের জোগান ছিল ভবানীগঞ্জ বাজারে। রবিবার বাজারগুলিতে রুই, কাতল বিক্রি হয়েছে ৬০০ টাকা কেজি দরে, চিংড়ি ৫০০–৭০০, পাবদা ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সব থেকে বেশি চাহিদা ছিল ইলিশের। দেড় কেজি ওজনের ইলিশ ২০০০, এক কেজি ওজনের ইলিশ ১০০০, ৬০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৮০০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে। এছাড়া ৫০০–৬০০ টাকা কেজিতেও বিক্রি হয়েছে ইলিশ। ভবানীগঞ্জ বাজারের মাছ ব্যবসায়ীদের তরফে জানা গিয়েছে, এখানে সাধারণত ৩০–৩৫ কেজি ইলিশ বিক্রি হয়। নববর্ষের দিন সেই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫০ কেজিতে। যার মধ্যে প্রায় ৩০ কেজি ইলিশই ছিল দেড় কেজি ওজনের। মাছ বিক্রেতা তাপস দাস, বাদল দাস জানালেন, ইলিশের চাহিদাই ছিল সব থেকে বেশি। প্রচুর ইলিশ বিক্রি হয়েছে। কোলাঘাট, ডায়মন্ড হারবার থেকেই আমদানি করা হয়েছে ইলিশ। ভবানীগঞ্জ বাজারের মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অধীর দাস জানালেন, পয়লা বৈশাখে মাংসের তুলনায় মাছের চাহিদাই বেশি থাকে। সকাল থেকেই বিক্রি ভালো হয়েছে।' *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

হিট ইলিশ

প্রথম পাতার পর

তবুও চোরাগোপ্তাভাবেই বাংলাদেশের ইলিশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া চলছেই। উপলক্ষ্য মিলনমেলা হলেও স্রেফ ইলিশ কিনতেই এদিন ভোলাপাড়ার মতো পয়েন্টগুলিতে অনেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন। ভিড় জমিয়েছিলেন বাংলাদেশি মাছ বিক্রেতারাও। ৩০ জন সহযোগীকে নিয়ে প্রায় ১০০ কেজি ইলিশ নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে হাজির হয়েছিলেন আবুল আহমেদ। এক কেজি ওজনের পদ্মার ইলিশ যেখানে বিকোয় অন্তত হাজার টাকায় সেখানে মিলনমেলার ইলিশ কী করে এত সস্তা হয় তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন রয়েছে। খোলসা করছেন আবুলই। 'আমরা মেলায় যে ইলিশ নিয়ে হাজির হই সেগুলি চন্দনা ইলিশ। চাষ হয় আমাদের দেশের পঞ্চগড় জেলায়। পদ্মার না হোক, বাংলাদেশেরই তো। তাই ভারতের মানুষের কাছে এই ইলিশও খুব প্রিয়। দর্শনের পাশাপাশি স্বাদেও অনেকটাই ইলিশের মতোই। গতবার এখানে এই মাছ প্রায় ৬০ কেজি বিক্রি করেছিলাম। এবারে তার তুলনায় অনেকটাই বেশি বিক্রি হল।' সায় দিলেন সেদেশের আরেক মাছ বিক্রেতা আসিফ বাবুও। ভালো পরিমাণে মাছ বিক্রি করলেন তিনিও। এদিন চারটি জায়গা মিলিয়ে বাংলাদেশের ইলিশ বিক্রি হল প্রায় ২৫ কুইন্টাল। মাঝে কাঁটাতারের বেড়া থাকার সুবাদে হাতে হাতে দেওয়া–নেওয়া হল না অবশ্য। প্যাকেটে মাছ মুড়ে বিক্রেতা ওপার থেকে কাঁটাতারের উপর দিয়ে তা ক্রেতার উদ্দেশে ছুড়ে দিলেন। এপার থেকে ক্রেতা ঢিলে টাকা বেঁধে তা ছুড়ে দিলেন বিক্রেতাকে। বিক্রিবাটা ভারতীয় টাকাতে হলেও অসুবিধা নেই। বিক্রেতারা নিজেদের এজেন্টের মাধ্যমে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে বাংলাদেশি মুদ্রায় বদলে নেবেন। ইলিশকে কেন্দ্র করে মিলনমেলা এভাবেই প্রতি বছর হয়ে উঠছে স্বতন্ত্র।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে খালেক আলি, হোসেন আলি প্রমুখ বললেন, 'কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার আগে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ছিল। বেড়া হওয়ার পর সেই ব্যবধান অনেকটাই বেড়ে যায়। বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে দুই দেশের মানুষ যাতে সীমান্তে মিলিত হতে পারে সেই দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অবশেষে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর অনুমতি নিয়ে ২০১০ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এই মেলা আয়োজিত হচ্ছে।' জলপাইগুড়ির কুকুরজানের বাসিন্দা অভিজিৎ রায়, রাজগঞ্জ বাজারের মাধবী দেবনাথ, বাংলাদেশের শিমুল রায়, তোফাজ্জল হোসেনের মতো অনেকেই এদিন মেলায় এসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হাসিকান্নায় মাতলেন।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তার জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বনবস্তিগুলি কি সরিয়ে দেওয়া উচিত?

SMS করুন।
আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

আমজনতার টিভি দেখার উপর সরকারি নজরদারি কি গ্রহণযোগ্য?

হ্যাঁ	না
০৩%	৯৭%

দিনের কথা

ফাইনালে এই জয়টা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। ...অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ জয়ের পরে এই সোনার পদককে জায়গা দেব।

–সাইনা নেহওয়াল
(কমনওয়েলথ ব্যাডমিন্টন ফাইনালে সিন্ধুকে হারানোর প্রসঙ্গে)

আবহাওয়া

১৫ এপ্রিলের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৮.৩	২৬.১
শিলিগুড়ি	২৮.৩	২২.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	২২.৩
কোচবিহার	৩১.২	২২.৭
মালদা	৩৪.৮	২৪.৯
রায়গঞ্জ	৩২.০	২৪.৫
আলিপুরদুয়ার	২৯.৮	২২.৭
গ্যাংটক	২৩.১	১৭.৯

সোমবারের পূর্বাভাস ঃ
আংশিক মেঘলা আকাশ।

সিন্ধুকে হারিয়ে সোনা সাইনার

প্রথম পাতার পর

শ্রীকান্ত কিদাম্বিকেও এদিন রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। কয়েকদিন আগেই ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন। মিক্সড টিম ইভেন্টে দেশকে সোনা এনে দেওয়ার পথে হারিয়েছিলেন মালয়েশিয়ার লি চোং উইকে। কিন্তু সিঙ্গলসের ফাইনালে এদিন সেই জয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে ব্যর্থ কিদাম্বি। প্রথম গেমে জিতে এগিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি ভারতীয় শাটলারের। টিম গেমে হারের বদলা চুকিয়ে ফাইনালে কিদাম্বিকে ১০–২১, ২১–১৪, ২১–১৪ গেমে পরাজিত করে সোনা জিতে নেন মালয়েশিয়ার কিংবদন্তি ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার লি চোং। ফাইনালে হেরে কিদাম্বি স্বীকার করে নিলেন লি চোংকে কোনো সুযোগ দিলে বিপদ। আজ ঠিক সেটাই হয়েছে। প্রথম গেম জেতার পর বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি করে ফেলেছিলেন, যার পুরো ফায়দা তুলে নেন বছর পঁয়ত্রিশের অভিজ্ঞ মালয়েশীয় তারকা।

পুরুষ ডাবলসে রুপো জিতেছেন ভারতের তরুণ জুটি সাত্ত্বিক সাইরাজ–চিরাগ। ফাইনালে তারা ১৩–২১, ১৬–২১ গেমে হারেন ইংল্যান্ডের মার্কাস এলিস–ক্রিস ল্যানগ্রিজের কাছে। ক্রমতালিকায় ভারতীয় তারকা একধাপ এগিয়ে থাকলেও, এদিন ফাইনাল ডুয়েলে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। নিটফল, রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী ইংরেজ জুটি শুরু থেকেই আধিপত্য রেখে ম্যাচ জিতে নেয়।

গোষ্ঠীকোন্দল

প্রথম পাতার পর

দলেরই একটা বড়ো অংশ যেখানে এই সিন্ডিকেটে যুক্ত সেখানে দলে থেকেই জমি মাফিয়ারাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এলাকার কিছু তৃণমূল নেতা–কর্মী। সরকারি জমি দখল করে যেভাবে মার্কেট তৈরি হচ্ছে এবং প্রশাসন থেকে শুরু করে দলের নেতৃত্ব সব কিছু জেনেও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকার কিছু নেতা–কর্মী। দুদিন আগেই তাঁরা মহকুমাশাসকের সঙ্গে দেখা করে পুরো পরিস্থিতি জানিয়েছেন। এবার রাস্তায় নামছেন তাঁরা। সোমবার দুপুরে চম্পাসারিতে ওই জমি থেকে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা এবং সরকারি জমি দখলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে। এলাকার তৃণমূল নেতা দিলীপ বর্মন বলেন, 'ওই জমি দখলমুক্ত করতে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা এবং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতেই আমরা সোমবার অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি নিয়েছি।'

সার্ক রোডের পাশে জমি দখল

নাগরাকাটা, ১৫ এপ্রিল ঃ এশিয়ান হাইওয়ে–৪৮ বা সার্ক রোডের পাশের চা বাগান সংলগ্ন জায়গাগুলি দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল। ডুয়ার্সের চা মালিকদের একাংশের অভিযোগ, আগের জবরদখল উচ্ছেদ করে হাইওয়ে চওড়া করার পর রাস্তা ও বাগানের মধ্যবর্তী অংশগুলি ফের দখল হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তার পাশেই বাগানগুলি থাকায় দখলদারির কারণে বাগানগুলিতে কাজের নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যদিও চা বাগান মালিকদের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। তাঁদের বক্তব্য, কোথাও রাস্তার পাশের জমি দখল করে নেওয়ার অভিযোগ নেই। বরং এই জমিগুলি যাতে ভবিষ্যতে দখল না হয়ে যায় তার জন্য গাছ লাগানো সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভুটান সীমান্তের জয়গাঁ থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের চ্যাংরাবান্ধা পর্যন্ত মোট ১০৬ কিলোমিটার রাস্তা চওড়া করে এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ওই কাজ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার কথা। একইসঙ্গে ফালাকাটা থেকে বীরপাড়া পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক চওড়া করারও কাজ চলছে এশিয়ান হাইওয়ের যে অংশে দখলদারি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই বাগানগুলি মূলত জয়গাঁ থেকে হাসিমারার মধ্যে অবস্থিত। তোর্ষা, গোপীমোহন, দলসিংপাড়া, সাতালি, বিচের মতো একাধিক বাগানের সংলগ্ন রাস্তার পাশে যে খালি অংশ রয়েছে, সেখানে কোথাও হোটেল, কোথাও দোকান আবার কোথাও গ্যারেজ গজিয়ে উঠছে বলে দাবি বাগানগুলির মালিকদের। পাশাপাশি বীরপাড়া–মাদারিহাটের অংশে রাস্তার পাশের গোপালপুর, দলমোড়, দলগাঁওয়ের মতো চা বাগানগুলিতে ঢোকার রাস্তাও অবৈধ দখলদারির কারণে ক্রমশ সংকুচিত হতে বসেছে বলে বাগানগুলির অভিযোগ। চা মালিকদের অন্যতম সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'বাগানগুলির পাশ দিয়ে যাওয়া এশিয়ান হাইওয়ের যে ফাঁকা জায়গা পড়েছিল, তা দখল হতে শুরু করেছে। এর ফলে বাগানগুলি নানা ভাবে সমস্যার মধ্যে পড়ছে। যে সব হোটেল বা দোকান তৈরি হয়েছে, সেগুলির নিকাশি ব্যবস্থা বাগানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্জ্য জমে চা গাছের ক্ষতি হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'রাস্তার পাশে বাগানগুলির লিজে নেওয়া যে জমি রয়েছে, তা দখল হয়ে যাওয়ায় সেখানে বাগানগুলি নতুন করে চা গাছ রোপণের কোনো কাজ করতে পারবে না। বাইরের লোকের কারণে সমস্যা তৈরি হবে বাগানগুলির অভ্যন্তরীণ কাজেও। পুরো বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেখার কথা। আমরা তাদের জানিয়েছি। চা বাগান মালিকদের অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প আধিকারিক দীপক কুমার সিং বলেন, 'কোথাও কোনো অবৈধ দখলদারি নেই। পুরো রাস্তা ভালো করে খতিয়ে দেখে দায়িত্ব নিয়েই একথা বলছি। শুধু অভিযোগ করলেই চলবে না, সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ সহ বলাটাও জরুরি। দখলদারি থাকলে তা মেনে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।' রাস্তার পাশে কোথাও এখন সেই অর্থে দখল করার মতো খালি জায়গাও নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, 'যেখানে যতটুকু খালি স্থান ছিল সেখানে আমরা গাছ লাগিয়ে দিচ্ছি। ঘিরেও দেওয়া হচ্ছে। সাতালি বাগানের পাশে আমাদের খরচে নিকাশি নালাও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।'

সার্ক রোডের লাগোয়া জমিতে অবৈধ নির্মাণ। ছবি ঃ শুভজিৎ দত্ত